যাথার্থ্য কি অঙ্গাঙ্গীভাবেই রক্ষা করিতে হইবে ? অথবা "ইদং বা ইদং বা" রূপে অর্থাৎ "এটিও হইতে পারে, এটীও হইতে পারে"—এইভাবে প্রত্যেকটিরই মঙ্গলপ্রাপ্তির মুখ্য সাধনরূপে সত্যতা রক্ষা করিতে হইবে ? শ্রীউদ্ধব মহাশয়কৃত এই প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনবিষয়েরই উপক্রম করা হইয়াছে, আবার উপসংহার বাক্যেও সাধন-ভক্তিতেই পর্য্যবসান দেখা যায়। যথা—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।"

ইত্যাদি শ্লোকে "আমার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত যেমন যেমন-ভাবে পরিমার্জ্জিত হইবে, তেমন তেমনভাবে সূক্ষ্ম পারমার্থিক বস্তু দর্শনের উপযোগিতা ঘটিবে। এইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা সাধন-ভক্তিতেই পর্য্যবসান করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত প্রকরণের মধ্যে "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্ণাভিভূয়তে॥" অজিতেন্দ্রিয় আমার ভজনশীল ভক্ত বিষয় দ্বারা বাধিত হইলেও প্রগল্ভা ভক্তির প্রভাবে প্রায়শঃই বাধিত হয় না। এই অষ্টাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুণাতি হি॥"

হে উদ্ধব! সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম এবং তপস্যাযুক্ত বিদ্যা আমাতে ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যক্ শোধন করিতে পারে না। এই ২২ শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণ মধ্যে উল্লিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা সাধন-ভক্তির মহিমাই বর্ণন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত"—এই শ্লোকটি যদ্যপি সাধন-ভক্তির মহিমাবর্ণন মধ্যেই পঠিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে সাধন করিতে করিতে যখন শ্রীভগবানে সাধ্যা অর্থাৎ ভাব-ভক্তির উদয় হইবে, তখনই বিষয়ের দ্বারা বাধিত হয় না। কিন্তু সাধন অবস্থায় বিষয়ের দ্বারা ভক্তির বাধা ঘটিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই ১০।৮৭।৩৫ শ্লোকে শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! যাহারা নিত্যসুখ, নিত্যপ্রিয় পরমাত্মা তোমাতে একবারও মন ধারণ করিতে পারে, তাহারা পুনর্ব্বার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়ের সারহরণকারী বিষয়ের সেবা করে না। এইরূপ উক্তি থাকার জন্য আবার বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত "বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ"। "যেমন পশ্চিমদিকে বিদ্যমান বস্তু পাইবার জন্য যাহারা পূর্ব্বদিকে ধাবিত হয়, তাহাদের যেমন ঐ বস্তু পাওয়া অসম্ভব, তেমনি যাহাদের চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট, তাহাদের শ্রীবিষ্ণুতে চিত্তের আবিষ্টতা